এমপক্স ভাইরাস সংক্রমন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য

প্রশ্নঃ এমপক্স কি?

উত্তরঃ এমপক্স একটি ভাইরাস জনিত প্রাণিবাহিত (Zoonotic) রোগ।

প্রশ্নঃ এ রোগকে কেন এমপক্স বলা হয়?

উত্তরঃ ১৯৫৮ সালে ডেনমার্ক-এ বানরের দেহে সর্বপ্রথম এ রোগ সনাক্ত হয় বলে একে মাঙ্কিপক্স বলা হয়। ২০২২ সালের নভেম্বরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) রোগের নামকরণের জন্য আধুনিক নির্দেশিকা অনুসরণ করে রোগটির নাম পরিবর্তন করে এমপক্স (Mpox) রাখা হয়।

প্রশ্নঃ এ রোগটি কোথায় দেখা যায়?

উত্তরঃ এ রোগটির প্রাদুর্ভাব প্রধানত মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকায় দেখা যায়। ইতিপূর্বে এ ছাড়া অন্যান্য দেশেও এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে। তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত দেশ সমূহে ভ্রমণের ইতিহাস অথবা উক্ত দেশ সমূহ হতে আমদানিকৃত প্রাণীর সংস্পর্শে আসার প্রমাণ আছে।

প্রশ্নঃ এমপক্স রোগের কি কি উপসর্গ দেখা যায়?

উত্তরঃ সাধারণ উপসর্গগুলো হলঃ

- জ্বর (৩৮* সেন্টিগ্রেডের বেশী তাপমাত্রা)
- প্রচন্ড মাথা ব্যথা
- শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া ও ব্যথা (Lymphadenopathy)
- মাংসপেশীতে ব্যথা
- অবসাদগ্রস্ততা
- ফুসকুড়ি- যা মুখ থেকে শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে হাতের তালু, পায়ের তালু সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে (সাধারণত জ্বরের ৩ দিনের মধ্যে)

One Health Secretariat

প্রশ্নঃ উপসর্গগুলো কত দিন স্থায়ী হয়?

উত্তরঃ সাধারণত উপসর্গ ২-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

প্রশ্নঃ উপসর্গ দেখা দিলে করণীয় কি?

উত্তরঃ উপসর্গ দেখা দিলে করণীয়ঃ

- সাবার আগে নিজেকে অন্যদের কাছ হতে আলাদা (Isolation) করুন।
- সাথে সাথে চিকিৎসক/ নিকটস্থ স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।
- বিশেষ করে যারা আগে থেকেই দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতায় ভুগছেন (যেমনঃ অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার) তারা অতিদ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।
- প্রয়োজনে আইইডিসিআর-এর হটলাইনে (১০৬৫৫) যোগাযোগ করুন।

DGHS.MOH&FW BANGLADESH

IEDCR

One Health Secretariat

প্রশ্নঃ আক্রান্ত ব্যক্তি অসুস্থতার কোন পর্যায়ে এ রোগ ছড়ায়?

উত্তরঃ দৃশ্যমান ফুসকুড়ি (vesicle, pustule) থেকে শুরু করে ফুসকুড়ি খোসা (crust) পড়ে যাওয়া পর্যন্ত- আক্রান্ত ব্যক্তি হতে রোগ ছড়াতে পারে। ফুসকুড়ির খোসা (crust) ও সংক্রামক।

প্রশ্নঃ এমপক্স রোগে কি কি জটিলতা হতে পারে?

উত্তরঃ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ২ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যায়। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে (দুর্বল রোগ প্রতিরোগ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি যেমন- অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, কিডনি রোগী, ক্যান্সারের রোগী, এইডস-এর রোগী, নবজাতক শিশু, গর্ভবতী নারী) শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে এমনকি মৃত্যু পর্যন্তও হতে পারে। সুতরাং ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ আক্রান্ত হবার সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

শারীরিক জটিলতাগুলো হলোঃ

- ত্বকে দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ (Prolonged skin infection)
- নিউমোনিয়া
- মানসিক বিভ্রান্তি (Mental Confusion)
- চোখে প্রদাহ, এমনকি দৃষ্টি শক্তি লোপ পেতে পারে

প্রশ্নঃ কাদের মধ্যে এ রোগের ঝুঁকি বেশী?

উত্তরঃ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীঃ

- নবজাতক শিশু
- গর্ভবতী নারী
- দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি (যেমনঃ অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, কিডনি রোগী, ক্যান্সারের রোগী, এইডস-এর রোগী)

One Health Secretariat

প্রশ্নঃ কোন কোন প্রাণি থেকে এমপক্স রোগ ছড়ায়?

উত্তরঃ রোগ ছড়াতে পারে-

- ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, খরগোশ প্রভৃতি পোষক (Reservoir) প্রাণির মাধ্যমে
- এমপক্সে আক্রান্ত বানরজাতীয় প্রাণি (Primates) থেকে
- তবে সাধারণত গৃহপালিত প্রাণি (যেমনঃ গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, মহিষ, বিড়াল) থেকে এখন পর্যন্ত এ রোগ ছড়ানোর প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

প্রশ্নঃ এ রোগ মানুষ থেকে মানুষে কিভাবে সংক্রমিত হয়?

উত্তরঃ মানুষ থেকে মানুষে যেভাবে সংক্রমণ ঘটে-

আক্রান্ত ব্যক্তির

- সরাসরি শারীরিক সংস্পর্শে
- ফুসকুড়ির রস (vesicle, pustule)- এর সংস্পর্শে ও ফুসকুড়ির খোসা (crust)
- শরীরের নিঃসরণ (body fluid)-এর সংস্পর্শে
- হাঁচি, কাশির মাধ্যমে (দীর্ঘ সময় ১ মিটারের মধ্যে সংস্পর্শে থাকলে)
- ব্যবহার্য্য সামগ্রীর সংস্পর্শে

প্রশ্নঃ এমপক্স রোগ থেকে কিভাবে আমরা নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারি?

উত্তরঃ এ রোগ থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখার উপায়ঃ

- আক্রান্ত ব্যক্তির সরাসরি সংস্পর্শে আসা থেকে বিরত থাকা
- আক্রান্ত ব্যক্তি মাস্ক ব্যবহার করবে
- সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি মাস্ক ও গ্লাভস ব্যবহার করবে
- সাবান পানি দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া (৩০ সেকেন্ড ধরে)
- হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা
- আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সাবান/ জীবাণুনাশক/ ডিটারজেন্ট দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা
- আক্রান্ত জীবিত/মৃত বন্য প্রাণি অথবা প্রাকৃতিক পোষক প্রাণি (যেমনঃ ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, খরগোশ) থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা

প্রশ্নঃ এ রোগ কি বাচ্চাদের হতে পারে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, বাচ্চাদের হতে পারে। তবে, বয়স্কদের তুলনায় বাচ্চাদের সংক্রমিত হওয়ার আশংকা বেশী।

প্রশ্নঃ এমপক্স রোগের কি টিকা আছে?

উত্তরঃ গুটিবসন্তের টিকা, এমপক্সের প্রতিষেধক হিসাবে অনেকাংশেই কার্যকর হবে। তবে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এ টিকা গ্রহণের বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত প্রদান করেনি। উল্লেখ্য যে, যারা ইতিপূর্বে গুটিবসন্তের টিকা গ্রহণ করেছেন (১৯৮০ সালে সর্বশেষ গুটিবসন্তের টিকা দেয়া হয়), তারা এমপক্স সংক্রমণ থেকে অনেকাংশে সুরক্ষিত।

One Health Secretariat

প্রশ্নঃ এমপক্সের চিকিৎসা কি?

উত্তরঃ এমপক্সের চিকিৎসা, লক্ষণ/ উপসর্গ ভিত্তিক

যেমনঃ

- জ্বর হলে প্যারাসিটামল
- ফুসকুড়ি শুকনো রাখা
- মুখে বা চোখে কোনো ক্ষত হলে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা
- পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ
- পরিমিত বিশ্রাম
- পর্যাপ্ত পানি ও তরল জাতীয় খাবার গ্রহণ

জটিলতা দেখা দিলে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। বিশেষ করে যারা আগে থেকে দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতায় ভুগছেন (যেমনঃ অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার) তারা সংক্রমিত হবার সাথে সাথেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উপসর্গ গুলো আপনা আপনি উপশম হয়ে যায় বলে নির্দিষ্ট চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্নঃ বিশ্বের কোন কোন দেশে এ রোগ এখন পর্যন্ত সনাক্ত হয়েছে?

উত্তরঃ সর্বশেষ তথ্যমতে ১১৬টি দেশে এ রোগের নতুন প্রাদুর্ভাবের তথ্য পাওয়া গেছে (১৭-০৮-২০২৪ পর্যন্ত) উল্লেখ্য, জানুয়ারী ২০২২ সাল থেকে এ বছরের ২০২৪ আগষ্ট পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশে আক্রান্ত দেশের সংখ্যা ১১ থেকে বেড়ে ১৫টি হয়েছে, এর মধ্যে ৯টি দেশে সক্রিয় প্রাদুর্ভাব (active outbreak) চলমান রয়েছে।

One Health Secretariat

প্রশ্নঃ এ রোগটি কি যৌনবাহিত?

উত্তরঃ আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে নিবিড় দৈহিক সম্পর্ক এ রোগ ছড়াতে পারে।

প্রশ্নঃ এমপক্সে কি একের অধিকবার হতে পারে?

উত্তরঃ সাধারণত হয় না।

তথ্যসূত্রঃ

০১. https://www.who.int/health-topics/monkeypox#
০২. https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/about.html
০৩. https://www.monkeypoxmeter.com/
০৪. https://iedcr.gov.bd/health-messages/1b9bf4a7-cea2-4f20-a435-d8bcc6649c74